ভোরের কাগজ

15

তারিখ ... ... DEC. 26 1999...
পৃষ্ঠা ... কলাম 9 ...

এমপিও স্থগিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর বেতন চালুকরণ প্রসঙ্গে

সরকার শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কতিপয় অগ্রসরমান স্কুলকে ১৯৯৫ সাল থেকে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী খোলার অনুমতি প্রদান করে। অনুমতিপ্রাপ্ত উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রয়োজনীয় নিয়ম-নীতিমালও সরকার ঘোষণা করে। উক্ত সিদ্ধান্তের ১০ নং বিধিতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, 'মূল প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন ব্রাঞ্চ স্কুল/স্কুল ও কলেজ ও ঐ সকল প্রতিষ্ঠানে চালুকৃত শিফটের জন্য পৃথক কোনো স্বীকৃতির প্রয়োজন হবে না'। সেই মর্মে আমাদের উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারি বিধি মোতাবেক মূল প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি ও উচ্চ মাধ্যমিক শাখার অনুমতিপত্র দ্বারাই গত ০১-০৪-৯৯ থেকে এমপিও ভুক্ত হয়।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমার প্রতিষ্ঠানসহ কিছু উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠনের স্বীকৃতি নেই বলে গত সেপ্টেম্বর '৯৯ থেকে ব্যানবেইস কর্তৃপক্ষ এমপিও স্থগিত করে দেয়। উল্লেখ্য যে, ঢাকা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে এ ধরনের উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্কুল শাখার স্বীকৃতির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর উচ্চ মাধ্যমিক শাখার স্বীকৃতি নবায়ন দিয়েছেন সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোও এই স্বীকৃতি নবায়নের আওতায় পড়ে।

আরো উল্লেখ্য যে, ঢাকা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ আগামীতে এই উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে নবায়ন না স্বীকৃতি দেবে সে ব্যাপারে মতামতের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে সিদ্ধান্ত চেয়েছে। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের পূর্বেই আমাদের এই উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বীকৃতি নেই বলে বেতন স্থগিত করায় আমরা অসহায় শিক্ষক ও কর্মচারীগণ মানবেতর জীবনযাপন করছি। ঈদুল ফিতরের পূর্বে মানবিক দৃষ্টিকোন থেকে বিবেচনা করে স্থগিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর বেতন চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

মোঃ কবির হোসেন
প্রভাষক, জাজিরা উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, জাজিরা, শরীয়তপুর।